International Journal of Multidisciplinary Research and Development

International Journal of Multidisciplinary Research and Development

Volume: 2, Issue: 7, 57-59
July 2015
www.allsubjectjournal.com
e-ISSN: 2349-4182
p-ISSN: 2349-5979
Impact Factor: 3.762

চেতনা মুখাৰ্জ্জী
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে
গবেষণারতা

মূর্ত্তি শিবের বানগড় প্রশস্তি ও পালবংশীয় রাজাদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুরাগ

চেতনা মুখাৰ্জ্জী

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থেকে ২৫ মাইল দূরবর্তী গুপ্তযুগের নাম ছিল কোটি বর্ষ। সেকালে ওখানে কোটিবর্ষ নামক বিষয় বা জেলার শাসন কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। মহীপাল ও নয়পালের আমলে বাণগড়ের বিশেষ সমৃদ্ধি ছিল। তৎকালীন ভারতের একটি সুবৃহৎ আশ্রম বাণগড়ে গড়ে উঠেছিল।
বাণগড় প্রশস্তির বিশেষ মূল্য এই যে, এই লেখ দুর্বাসা সম্প্রদায়ের শৈবাচার্যগণের ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত করেছে। ইতিপূর্বে অন্ধ্রপ্রদেশের গণ্টুর জেলার অন্তর্গত মল্কাপুরে প্রাপ্ত দক্ষিণরাঢ়ের পূর্বগ্রামবাসী বিশ্বেশ্বর শিব বা বিশ্বেশ্বরশম্ভুর শিলাপ্রশস্তি থেকে আমাদের জানা ছিল যে, ঐ সম্প্রদায়ের শৈবাচার্য সম্ভাবশম্ভু কলচুরি বংশীয় যুবরাজদের কাছ থেকে আধুনিক জব্বলপুর অঞ্চলে বহু সংখ্যক গ্রাম ভিক্ষাস্বরূপ লাভ করেন এবং সেখানে তৎকতৃক গোলকী মঠ নামক শৈব মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন শতাব্দীরও অধিককাল পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই সম্প্রদায়েরই জনৈক উত্তরকালীন আচার্য বিশ্বেশ্বর কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে মল্কাপুর অঞ্চলে নিজ নামে বিশ্বেশ্বর গোলকী মঠ স্থাপন করেন। বাণগড় শিলালেখে দুর্বাসা সম্প্রদায়ের মঠটিকে বলা হয়েছে। গোলগীর মহামঠ এই গোলগী স্থানটির প্রকৃত অবস্থান নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। গোলগা মঠের প্রথম শৈবাচার্য বিদ্যাশিব মঠ প্রতিষ্ঠাতা সম্ভাবশম্ভুর সমসাময়িক ছিলেন। ধর্মশিবের শিষ্য ইন্দ্রশিব মহা পালের (আ ৯৭৭-১০২৭ খ্রীঃ) সমসাময়িক ছিলেন। ইন্দ্রশিবের শিষ্য সর্বশিব নয়পালের (আ ১০২৭-৪৩ খ্রীঃ) সমসাময়িক ছিলেন। নয়পালের রাজত্বকালেই বাণগড় প্রশস্তি উৎকীর্ণ হয়।
অনেকের মতে শৈবাচার্য বিদ্যাশিব বাণগড়ে বাস করতেন না। তাঁর শিষ্য ধর্মশিব বারাণসীতে শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন তিনি হয়তো সেখানেই বাস করতেন। ইন্দ্রশিব গোলগীর মঠের শৈবাচার্যদের মধ্যে বাংলায় নিযুক্ত হন। মহীপাল বারাণসী জয় করেছিলেন এবং সেখানেই সম্ভবত তিনি দুর্বাসা সম্প্রদায়ের শৈবাচার্য গণের নিকটে আসেন। উল্লেখ্য যে মহীপাল ও নয়পাল শৈবধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনেও তাঁর শৈবধর্মের প্রতি অনুরাগের কথা জানা যায়।
মহীপাল ইন্দ্রশিবকে এক মঠ নির্মাণ করেদিয়ে ছিলেন। বাণগড় শিলালেখটি মূর্তিশিবের প্রশস্তি। এই শৈবাচার্যের সুহৃদ আচার্য রূপশিব প্রশস্তি রচনার এবং মূর্তিশিবের একটি মূর্তিনির্মাণের ব্যবস্থা করেন।
এই প্রশস্তিতে আমরা চর্চাদেবীর উল্লেখ পেয়ে থাকি। এখানে চর্চিকা (চর্চা) দেবীকে জগতের রক্ষার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। দেবীকে ক্ষুৎপিপাসা পীড়িতা এবং অত্যন্ত শীর্নারূপে চিত্রিত দেখা যায়। দেবীর বিশদবর্ণনায় দেবীকে চামুণ্ডা বলে অনুমান হয়। কিন্তু অষ্টমাতৃকা মূর্ত্তির বর্ণনায় চামুণ্ডা ও চর্চিকা স্বতন্ত্র রূপে কীর্ত্তিতা-

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চণ্ডী বারাহী বৈষ্ণবী তথা।
কৌমারী চৈব চামুণ্ডা চর্চিকেত্যষ্টমাতরঃ।।

এখানে আমরা শৈবাচার্য সম্প্রদায়ের ইতি হাসের সূচনায় ক্রোধী দুর্বাসা ঋষি সম্বন্ধে জানতে পারি। জানা যায় যে তারই অনুগ্রহে হরি বজ্রাঙ্গ ও বীর্যবত্তায় জগদ্ধি খ্যাত হন এবং তৎকতৃক সুরপতি নিগৃহীত হওয়ায় জগৎ শ্রীহীন হয়েছিলেন।১ আমরা জানতে পারি যে মহীপাল ইন্দ্রশিবকে যে মঠ দান করেন তাতে প্রচুর স্বর্ণের ব্যবহার করা হয়েছিল। ঐ বিশাল মঠে অনেকগুলি মন্দির এবং দীর্ঘিকা ছিল। যাতে কবি ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে সপ্তসমুদ্র ও অষ্টকুলাচলের কথা স্মরণ করেছেন। আলোচ্য প্রশস্তি থেকে শৈবাচার্য সদাশিবের দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দানকার্যের ফলে কামধেনু ও রোহনগিরির গর্বম্লান হয়েছিল। গৌড়রাজের গুরু গিরির মর্যদা নিজের ভ্রাতা ও শিষ্য মূর্তিশিবের উপর অর্পন করে আচার্য সর্বশিব বানপ্রস্থ গমনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এখানে আমরা দেখতে পাই প্রশস্তি কবি বিষ্ণুকে শিবের শিষ্য রূপে উল্লেখ করেছেন। এখানে শৈব ধর্মের প্রতি তার অধিক অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। এই অংশে আমরা মূর্তি শিবের ধর্মবোধ, দয়া তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে থাকি। মূর্তিশিব যে সকল উদ্যান রচনা করেছিলেন, কবির কল্পনায় তার গাছ পালা যেন স্বামী পুরাণপুরুষের আগমনে উৎফুল্লা বসুমতীর রোমহর্ষের দ্যোতক।

ঋদ্রন্তব্রম্মদ্র—ত্মত্র—ত্বত্রক্স
চেতনা মুখাৰ্জ্জী
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে
গবেষণারতা

'ভূরিয়ন্তাদৃশাসীম- পুরাণপুরুষাগমাৎ'

এই শ্লোকে কবি প্রার্থনা করেছেন, শিবের শিরে যতকাল গঙ্গা অবস্থান করবেন ও পার্বতী যতদিন তাঁর দেহলগ্না থাকবেন এবং যতদিন বৃন্তহীন ফলের মত বিশাল বিশ্বের অস্তিত্ব থাকবে, ততকাল পর্যন্ত মূর্তিশিবের এই কীর্তি স্থায়িত্ব লাভ করুক। এখানে কীর্তি বলতে মন্দিরকে বুঝতে হবে।

পালবংশের শাসকরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। প্রায় প্রত্যেকেই নিজেদের 'পরম সৌগত'বলে আত্ম পরিচয় দিয়েছেন, স্মর্তব্য যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শাসকদের আধিপত্য তেমন দৃষ্ট হয় না। তৎকালীন সর্বভারতীয় ধর্মীয় সাংস্কৃতিক জীবন ছিল পৌরাণিক দেবভাবনায় রঞ্জিত। সম্ভবতঃ এই অনিবার্য প্রভাবকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি বৌদ্ধ নরপতিদের পক্ষে। পাল রাজাদের লেখমালা এই সাক্ষ্যই বহন করে যে, তারা বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষায় বিশেষ তৎপর ছিলেন। তাঁরা পৌরাণিক দেবদেবী প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্দির নির্মাণ ও ভূমিদান করেছেন। পালরাজাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মনিষ্ঠ অমাত্য সচিবদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এই ধর্মপ্রসারে অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হয়। ধর্মপাল থেকে নারায়ণ পাল পর্যন্ত সকলেরই মহামন্ত্রী ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। গর্গ, দর্ভপাণি, সোমেশ্বর, কেদারমিশ্র, গুরবমিশ্র বংশানুক্রমে অমাত্যপদ অলংকৃত করে গেছেন। ধর্মপালের ৩২তম রাজ্যাঙ্কে প্রদত্তমালদহ জেলায় প্রাপ্ত খালিমপুর তাম্রশাসন২ থেকে জানা যায় যে রাজার মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মা ভগবান নন্ন-নারায়ণের এক মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। সুকুমারসেন 'নন্ন-নারায়ণের' অর্থ করেছেন বামনরূপী বিষ্ণু।৩ এই তাম্রশাসনে একটি অভিনব দেবকুলের সন্ধান পাওয়া যায়। তা হোল 'কাদম্বরী-দেবকুলিকা' বা সরস্বতীর মন্দির। সুকমার সেনের মতে এই দেবী হলেন বারুণী,মদ্যভাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বরুণের স্ত্রী বা ভগিনী, পরে সরস্বতীর একরূপ৪।

ধর্মপালের ২৬তম রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত মহাবোধিলেখ৫ থেকেও একটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাই। এই লেখ থেকে চতুর্মুখ মহাদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও একটি পুষ্করিণী খননের সংবাদ পাওয়া যায়-

চম্পেশায়তনে রম্যে উজ্জলস্য শিলাভেদঃ
কেশবাখ্যেন পুত্রেণ মহাদেবশ্চতুর্মুখঃ।।

দেবপালের (আ ৮১২-৪৭খ্রীঃ) মুঙ্গের তাম্রশাসন থেকে ধর্মপালের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি অনুরাগ কত গভীর ছিল তা জানা যায়। দেবপালের নালন্দা শাসনেও প্রায় একই চিত্র। দেবপালের পুত্র শূরপালের (আ. ৮৪৭-৬০ খ্রীঃ) তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত একটি তাম্রশাসনে৬ দেখা যায় শূরপাল নিজে বৌদ্ধ হয়েও তাঁর শৈব ধর্মাবলম্বী মা মাহটা ভট্টারিকার ইচ্ছানুসারে মাহটেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের উদ্দেশ্যে শ্রী নগরভুক্তিতে (পাটনা) দুটি গ্রাম দান করেছিলেন এবং অপর দুটি গ্রাম দান করেছিলেন কয়েকজন শৈবাচার্যকে।

নারায়ণপালের (আ. ৮৬১-৯১৭ খ্রীঃ) ভাগলপুর তাম্রশাসন থেকে৭ একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ অবগত হওয়া যায়। এই শাসনে নারায়ণ পালকে পরমসৌগত বলা হয়নি এবং দানকার্য সম্পন্ন হওয়ার কালে বুদ্ধভট্টারকমুদ্দিশ্য না বলে ভগবন্তং শিবভট্টারকমুদ্দিশ্য বলে তীরভুক্তির অন্তর্গত কক্ষবিষয়ের মুকুতিকা গ্রামখানি দান করা হয়েছিল। তাঁর এই ঐকান্তিক শৈবানুগত্য থেকে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, নারায়ণপাল বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তে শৈবধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন এবং পৌরাণিক শৈবধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

নারায়ণ পালের রাজত্বকালে বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলার বাদাল গ্রামে মহামন্ত্রী গুরবমিশ্র কর্ত্তৃক একটি গরুড়স্তম্ভ স্থাপিত হয়েছিল। এই স্তম্ভ-গাত্রেই বাদালপ্রশস্তিটি উৎকীণ৮। পালরাজাদের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীরা যে কতখানি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এই স্তম্ভলেখ থেকেই তার নমুনা পাওয়া যায়।

রাজ্যপালের (আ. ৯১৭-৫২ খ্রীঃ) ভাতুরিয়া শিলালেখ থেকে৯ জানা যায়, বৌদ্ধনরপতি রাজ্যপাল মন্ত্রী যশোদাম প্রতিষ্ঠিত বৃষভধ্বজের মন্দিরের উদ্দেশ্যে মধুস্রব গ্রামটি দান করেছিলেন। এই বিশাল মন্দির আটটি দেবমন্দির দ্বারা পরিবৃত ছিল।

কম্বোজান্বয় নরপতি নয়পালের (আ. ১০৩০-৫৫ খ্রীঃ) ইর্দা তাম্রশাসন থেকে জানা যায়।১০ পিতা রাজ্যপাল পরমসৌগত হলেও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণ পাল ছিলেন 'বাসুদেব পাদাব্জপূজা নিরত মানসঃ' এবং অপর পুত্র শাসনদাতা নয়পাল ছিলেন পরমশৈব। শাসনটি ধর্মচক্র মুদ্রাঙ্কিত কিন্তু ভগবান শিবকে প্রণাম জানিয়ে আরম্ভ হয়েছে। এবং 'ভগবন্তং শংকরভট্টারকমুদ্দিশ্যং বলে দানকার্য সম্পন্ন হয়েছে।

সমসাময়িক কালে প্রদত্ত কান্তিদেবের চট্টগ্রাম তাম্রশাসন থেকে১১ জানা যায় পিতা ধনদত্ত বৌদ্ধ হয়েও রামায়ণ মহাভারত ও পুরানাদিতে বিশেষ জ্ঞানের কথা বলতে গর্ব অনুভব করতেন।

নারায়ণ পালের সময়ের কৃষ্ণ দ্বারিকা - প্রস্তরলেখ থেকে জানা যায়, গয়া ধামের মহাদ্বিজ বংশোদ্ভব শূদ্রকের পুত্র বিশ্বাদিত্য জনার্দনের মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। লেখটি শুরু হয়েছে 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'।

নয়পালের আমলে প্রাপ্ত একটি মূর্ত্তি পাদপীঠের লেখ থেকে নারায়ণ পালের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। নয়পালের ১৫ রাজ্যাংকে উৎকীর্ণ গয়া নরসিংহ মন্দিরলেখ থেকে গদাধর ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়।১২

তৃতীয়বিগ্রহ পালের সমসাময়িক ঈশ্বর ঘোষের (আ. ১০৪০-১০৮০ খ্রীঃ) রামগঞ্জ তাম্রশাসনে১৩ কোন পৌরানিক দেবদেবীর মন্দির বা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথা না থাকলেও পরোক্ষভাবে পৌরাণিক চরিত্রাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় বিগ্রহপাল (আ. ১০৪৩-৭০ খ্রীঃ) স্বয়ং ছিলেন বর্ণাশ্রমের আশ্রমস্থলস্বরূপ একথা তাঁর আমগাছি শাসন১৪ থেকেই জ্ঞাত হওয়া যায়।

তৃতীয় বিগ্রহপালের পঞ্চম রাজাঙ্কে বিশ্বাদিত্য-প্রতিষ্ঠিত গয়া অক্ষয়বট লেখ ১৫ শুরু হয়েছে 'ওঁ নমঃ শিবায়' বলে। লেখ থেকে প্রপিতা মহেশ্বরের মন্দির নির্মাণ ও সংস্কারের কথা জানা যায়।

যজ্ঞপালের (আ.১০৭৫-৮৫খ্রীঃ) শীতলামন্দির লেখ থেকে১৫ অনেকগুলি দেবমূর্ত্তির জন্য মন্দির নির্মাণের কাহিনী জানা যায়।

তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালীন (আ. ১১২৮-৪৩ খ্রীঃ) নিমদীঘি শাসনের প্রারম্ভিক শ্লোকে১৬ শম্ভুর উদ্দেশ্যে স্তুতিগান করা হয়েছে। অনুমিত হয়, শৈব ভাবকদাস তাঁর আত্মীয় ঐড়দেবের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মদনপালদেব (আ.১১৪৩-৬১) মনহলি তাম্রশাসনে১৭ রাজ্ঞী চিত্রমতিকাদেবীর মহাভারত কথা শ্রবণ করার দক্ষিণারূপে রাজা ভূমিদান করেছেন।

এই আমলে উৎকীর্ণ ভীমদেবের রাজঘাট শিলালেখ থেকে১৮ জানা যায় তিনি বারাণসীতে গঙ্গাতীরের একটি শিব মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন।

তথ্যসূচী

১। Mani, Puranie Encyclopaedia, pp. 256-57.
২। EI, Vol. IV, PP. 243-54, গৌ.লেখ পৃ. ৯-১৭
৩। ব.ভূ. পৃ.১০৩
৪। ব.ভূ. পৃ.১৫২
৫। গৌ.লেখ. পৃ ৩১ JRASB (NS), Vol. IV, P.191ff.
৬। শি তা.প্র.. পৃ. ৭৭-৮০
৭। গৌ লেখ. পৃ-৫৫-৬২, IA, Vol. P.304ff.
৮। তদেব, পৃ. ৭০-৭৬, EI, Vol. II, P.101ff.
৯। EI. Vol. XXXIII, P.150ff. IHQ. Vol. XXXI PP. 215-31
১০। EI, Vol. XXII, P.150ff ; XXIV, P.43ff.
১১। Ibid, Vol. XXVI, P. 313 ff.
১২। EI, Vol. XXXVI, P.84ff. MASB.5 p.78 ff.
১৩। IB, PP. 149-157
১৪। গৌ.লেখ, পৃ.১২১-১২৬, EI, Vol. XV. PP. 293 ff.

১৫। EI, Vol. XXXVI, P.89ff. MASB, 5.P.81
১৬। Ibid, P. 92 ff ; Sel. Ins. (II), PP. 102-804
১৭। গৌ. লেখ পৃ ১৪৭-১৫৬, JASB, Vol. LXIX, P.68 ff.
১৮। শি. তা. প্র. পৃ. ১৩৬

।। গ্রন্থতালিকা ।।

১। মৈত্রেয়অক্ষরকুমার-গৌড়লেখমালা, রাজসাহী, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ
২। সরকার দীনেশচন্দ্র-শিলালেখ তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ, কলি, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ
৩। রায়, নীহাররঞ্জন -বাঙ্গালীর ইতিহাস কলিকাতা, ১৯৮০
৪। সরকার, দীনেশচন্দ্র-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ - (২ খণ্ড) কলিকাতা, ১৩৮১
৫। Maity, S.K. & Mukherjee R.R. – Corpus of Bengal Inscription Cal-1967.
৭। Majumdar, N.G. –Inscription of Bengal Vol. III, Rajshahi, 1929.